উপজেলা পরিষদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

গজারিয়া উপজেলা পরিষদের সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ আমিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
সভার স্থান ঃ জুম এপস এর মাধ্যমে।
সভার তারিখ ও সময় ঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি. সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ হাজিরা রেজিষ্টার দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি উপজেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় আলোচ্যসূচি ও কার্যপত্র অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আগষ্ট, ২০২০ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকলে তিনি সভাকে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের জন্য অনুরোধ করেন।	গজারিয়া উপজেলা পরিষদের আগষ্ট, ২০২০ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
২	আলোচ্যসূচি-২ ঃ বিগত সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা। (ক) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, ২৪ আগষ্ট ২০২০ খ্রি. তারিখ অত্র উপজেলায় তিনি যোগদান করেন। এছাড়া তিনি তার হাসপাতালের ড্রেনের সমস্যাটি সমাধান করার জন্য সভায় অনুরোধ করেন। তাছাড়া বাউন্ডারি ওয়াল অনেকাংশে ভেঙ্গে গেছে বলেও সভাকে জানান। এ বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলী বলেন যে, স্টিমেট কমপ্লিট করা হয়েছে। যার ব্যয় আসে ১৭ লক্ষ টাকার মতো। ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে আরএফকিউ করা যেতো। যেহেতু বড় প্রকল্প সে জন্য টেন্ডার করতে হবে। যার টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে বলেও জানান। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা আরো জানান যে তার হাসপাতালে আগে ০৪ জন নাইট গার্ড ছিল। কিন্তু বর্তমানে ০১ জন নাইট গার্ডও নেই। লোকালভাবে কোন নাইট গার্ড হিসেবে কাউকে রাখতে গেলেও টাকার সমস্যা কারনে তা রাখতে পারছে না। আনসারও নাই বলে সভাকে জানান। এ বিষয়ে সমাধানের জন্য তিনি সভাকে অনুরোধ করেন।	ড্রেন ও বাউন্ডারি ওয়াল এর প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যা টেন্ডারের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী
	(খ) উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, লাইভ স্টোক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট নামে প্রকল্প নিয়েছে। যেন আমদানী করতে না হয়। এখনো শুরু হয় নাই। কমিউনিটি ওয়ার্ড করা হয়েছে। ১৬ তারিখে চিঠি পেয়ে প্রাথমিক জরিপ কাজ শুরু করে যোগ্য প্রার্থীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ৭/০৯/২০২০ তারিখে উপজেলায় সভা করা হয়েছে। প্রায় ১৪০০ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। যাচাই বাছাই করে সুপারিশ করা		

	হবে। প্রনোদনা দেওয়ার জন্য প্রায় ১৩০০ নাম চাওয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ বলেন যে প্রনোদনা হিসাবে প্রত্যেক খামারী কে কত টাকা দেওয়া হতে পারে জানতে চাইলে প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা বলেন যে, তাদের কাছ থেকে তালিকা চাওয়া হয়েছে। কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। তালিকার মধ্যে বিকাশ নাম্বার দেওয়া থাকবে। খামারী বুঝে হয়তো তারা ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রনোদনা দিতে পারে বলে সভাকে জানান।		
	(গ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, বন্যা দূর্গত কৃষকদের জন্য একটি প্রনোদনা এসেছে। ৩০০ কৃষক এর জন্য এ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তাদের কে প্রনোদনা হিসেবে শাক-সবজির বীজ প্রদান করা হবে। কোন আর্থিক প্রনোদনা দেওয়া হবে না। ইউনিয়ন পরিষদ হতে কৃষকদের তালিকা চাওয়া হয়েছে। তালিকা হাতে পেলেই বরাদ্দ দেওয়া হবে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ বলেন যে তালিকা পূর্নগঠন করা হলে যাতে নতুন কৃষক আছে তারা সম্পৃক্ত হতে পারবে বলে তিনি জানান। এছাড়া কৃষি কর্মকর্তা আরো জানান যে বন্যা শেষে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের কে পরামর্শ দিতে মাঠ সহকারীদের কে নির্দেশণা দেওয়া হয়েছে।	ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যে তালিকা দেওয়া হবে তা যাতে যাচাই বাছাই করে দেওয়া হয় সে জন্য কৃষি কর্মকর্তা কে অনুরোধ করা হয়। কৃষকদের তালিকা আপডেট করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা।
	(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, গত মাসে গজারিয়া উপজেলায় ০৫ টি জায়গায় মুক্ত জলাশয়ে ৩১৩ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ ২য় অবস্থানে আছে বলে ও সভাকে অবগত করেন। এছাড়া মৎস্য চাষীদের কে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রনোদনা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান। অত্র উপজেলায় ০৩ জন মৎস্য চাষী ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে পেয়েছে বলেও সভাকে অবগত করেন। বন্যায় ৫৮ জন চাষী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যাদের ক্ষতির পরিমান ৪৫ লক্ষ টাকা। সরকারের পাশাপাশি পরিষদের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এছাড়া চেয়ারম্যান ইমামপুর ইউপি বলেন যে নদীতে ছোপ ফেলার আগে যাতে তাদের বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারন ছোপ ফালানোর পরে শেষ পর্যায়ে এসে বন্ধ করলে তাদের আর্থিক ভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ বলেন যে, ছোপ এর বিষয়টি নিয়ে বিগত সময় কয়েকবারই সভাতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতি বছর ছোপের সময় হলে মাইকিং করা হয়। তারপরেও ছোপ ফেলা হয়ে থাকে বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে মৎস্য কর্মকর্তা বলেন যে, তাদের অফিসে লজিষ্টিক সার্পোটের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় তারা ছোপ এর বিষয়ে পুরোপোরি ভাবে তারা পদক্ষেপ নিতে পারছে না। তাই তাদের কে উপজেলা পরিষদ থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হলে এবং সার্বিক সহযোগিতা করা হলে ছোপ নির্মূল করা সম্ভব বলে তিনি জানান।	সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানসহ সকলের সহযোগিতা নিয়ে সামনে যাতে ছোপ দিতে না পারে তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

	(ঙ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলো খোলার প্রস্তুতি নিতে বলছে মন্ত্রণালয় থেকে। এ ব্যাপারে নিজেরা একটি প্লান তৈরি করছে। রবিবার হতে বৃহস্পতিবার রেডিও ও সংসদ টিভিতে ক্লাস করানো হচ্ছে। অন্যান্য কার্যক্রম ভালো চলছে। এছাড়া প্রাইমারী স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজগুলো করোনার বন্ধকালীন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি হিসেবে নিজেদের কে প্লান তৈরি করার জন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়। উপজেলা প্রকৌশলী কে কাজের তথ্য দেওয়ার জন্য বলা হয়।	উপজেলা শিক্ষা/উপজেলা প্রকৌশলী
	(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, তার বিভাগের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। নতুন কোন বরাদ্দ আসেনি। গত বছরের কিছু সোলার কাজ বাকী আছে।	-	-
	(ছ) উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী সভায় বলেন যে, প্রতি ইউনিয়নে জন্য ২৬ টি করে টিউবওয়েল বরাদ্দ এসেছে। তার মধ্যে ১৩ টি করে হচ্ছে মাননীয় সংসদ সদস্যের আর বাকী ১৩ টি করে হচ্ছে উপজেলা চেয়ারম্যান এর জন্য বরাদ্দ। টিউবওয়েল বরাদ্দ প্রসঙ্গে মাননীয় সংসদ সদস্য বলেন যে, প্রতি ইউনিয়নে তার যে বরাদ্দ রয়েছে সেগুলো ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যকে ০১ টি করে এবং অন্যান্য সদস্য /জনপ্রতিনিধি ভাগ করে দেওয়ার জন্য জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলা হয় এবং টিউবওয়েল গুলো যাতে প্রান্তিক পর্যায়ের গরিব মানুষগুলো পায় সে ব্যাপারে দেখার জন্য বলা হয়। প্রয়োজনে তার বরাদ্দকৃত সকল টিউবওয়েলের জন্য সরকারি যে ফি জমা প্রদান করতে হয় তা তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দিবেন বলেও সভাকে জানান।	-	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্মকর্তা
	(জ) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, তার দপ্তরে ০৬ জন স্টাফ করোনা আক্রান্ত। বাউশিয়া ও গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র সংস্কার করার জন্য গত অর্থ বছর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল যা পরিবর্তন করে নতুন প্রকল্প নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।	প্রকল্পের ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলীর সাথে কথা বলার জন্য উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা
	(ঝ) জনাব রাজীব হাসান, জাইকা প্রতিনিধি, সভায় বলেন যে, বিগত বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ প্রকল্পগুলো রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অতি শ্রীঘই ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট করার জন্য অনুরোধ করেন।	আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে বাজেট সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকৌশলী
	(ঞ) উপজেলা প্রকৌশলী সভায় বলেন যে, কাজের দ্রুততার স্বার্থে কোন ঠিকাদার একটি লাইসেন্স দিয়ে ০২ টি বেশি কাজ করতে না পারে এবং কোন ঠিকাদারের পারফরমেন্স খারাপ থাকলে পরবর্তীতে ঐ ঠিকাদারকে টেন্ডারের আওতায় না আনার জন্য পরিষদ কে অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় বলেন যে, এনালগ পদ্ধতিতে যে সকল টেন্ডার গুলো করার সময় যাতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের পাশাপাশি সহকারী কমিশনার ভূমির কার্যালয়ে যাতে মোট ০২ টি টেন্ডার বক্স রাখা হয় সে জন্য	উপজেলা পরিষদের কোন টেন্ডার কাজে একজন ঠিকাদার একটি লাইসেন্স দিয়ে ০২ টির বেশি কাজ করতে না পারে এবং কোন ঠিকাদারের পারফরমেন্স ভালো না থাকলে তাকে টেন্ডারের আওতায় না আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া এনালগ পদ্ধতিতে টেন্ডারের সময় ইউএনও এবং সহকারী কমিশনার ভূমির কার্যালয়ে টেন্ডার বক্স থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী

	পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বলেন। এছাড়া উপজেলা প্রকৌশলী সভায় আরো জানান যে, ভবেরচর ঈদগাহ মাঠ ও ভবেরচর ওয়াজেদ্ আলী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ব্রীজের সাইট এ প্রোটেকশন ওয়াল ২০১৮-২০১৯ সালের উন্নয়ন বরাদ্দ হইতে টেন্ডার আহবায়ন করা হয়। কিন্তু ভবেরচর ঈদগাহ মাঠটির কাজটি এলাকার ব্যক্তি বর্গের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজটি প্রাক্কলন পরিবর্তন করিয়া মাটি ভরাট ও মিম্বার করার প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, এলজিইডি কর্তৃক উপজেলা (নন মিউনিসিয়াল) মাষ্টার প্লান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়নের নিমিত্তে অত্র উপজেলা জরুরী কিছু ড্রেইন টয়লেট ও রাস্তার নির্মাণ করা খুবই প্রয়োজন। নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হলো ঃ- ১। বালুয়াকান্দি আফতাব উদ্দীন সরকার বাড়ী- বালুয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। ২। বালুয়াকান্দি ইউপি অফিস - আড়ালিয়া কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। ৩। বড় রায়পাড়া সিএনজি ষ্টেশন- আমির হোসেন সরকার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। ৪। তেতৈতলা ঈদগাহ- কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। ৫। দড়িকান্দি ফকিরবাড়ী- সাহেব আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। ৬। বালুয়াকান্দি শহিদ মিনার- পার্কের উত্তর পাশ পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ। ৭। পুরান বাউশিয়া নাসিরের বাড়ী হইতে তাতী বাড়ীর রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ। ৮। জামালদী বাস ষ্টেশন এ ০১ টি টয়লেট নির্মাণ।	উপজেলা প্রকৌশলী উত্থাপিত প্রকল্প গুলো পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাকে বলা হলো।	
	(ট) জনাব মোঃ আবু তালেব ভূইয়া, চেয়ারম্যান, গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন যে, প্রধানেরচর আদর্শ গ্রামের রাস্তাটি নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু দিন পূর্বে জেলা পরিষদের একটি রাস্তা শেষ পর্যন্ত করার পর অতি বৃষ্টি ও বন্যার কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গেছে। উপজেলা প্রকৌশলী কে তার ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ঘাটগুলো মেরামত করে দেন সে জন্য তাকে অনুরোধ করেন। বর্তমানে পাইলট স্কুলের উন্নয়ন কাজ বন্ধ রয়েছে। তাছাড়া থ্রী এঙ্গেল কোম্পানী নয়ানগর ও বালুরচরের গরিব মানুষ গুলোর জায়গায় বালু ভরাট করে নিচ্ছে বলে জানান। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে কয়েকবার প্রতিকারের অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধানের মাধ্যমে গরীব মানুষগুলোর জমি ফেরত এর ব্যাবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান ইমামপুর বলেন যে, থ্রী-এঙ্গেল এ বালু ভরাট এর কাজটা যেহেতু তিনি করছে সেহেতু তিনি গজারিয়া ইউপি চেয়ারম্যান এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলেন যে, কেউ এখনোও থ্রী এঙ্গেল কোম্পানীর নিকট কাগজ পত্র নিয়ে এসে কেউ এরকম অভিযোগ করেনি বলে সভাকে জানান।		

	(ঠ) জনাব মনসুর আহম্মেদ খান, চেয়ারম্যান, ইমামপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন যে, বাঘাইকান্দি - ষোলআনি রাস্তাটি ইটের সলিং ছিল। সে রাস্তার ইটগুলো তুলে নিয়ে অন্য রাস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে। রসুলপুর-ইমামপুর রাস্তাটি টেন্ডার হয়েছে কিন্তু এখনও কাজ শুরু করা হয়নি। রসুলপুর মাদ্রাসা সংলগ্ন ব্রীজটি জন্য যেহেতু এখনো বরাদ্দ আসে নাই। তাই ব্রীজটি মেরামত করার জন্য অনুরোধ করেন।	-	-
	(ড) জনাব সাহিদ মোঃ লিটন, চেয়ারম্যান, ভবেরচর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন যে, ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড এ সিএনজি স্ট্যান্ড ও যাত্রী ছাউনি নির্মাণ কাজে বাধার সৃষ্টির হচ্ছে। আলীপুরা- ভবেরচর রাস্তা সংস্কার ও বাগানবাড়ী রাস্তাটি ৬০০ মিঃ কাজ বাকী রয়েছে। বাকী থাকা রাস্তার কাজটি করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া ভবেরচর এ অনেকগুলো ব্রীজ হয়েছে যার দু পাশে মাটি না থাকায় চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। তাই মাটি ভরাট করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ভিটিকান্দি আশ্রয়ন প্রকল্পের কাজ করার জন্য সভাকে বলেন। তাছাড় পৈক্ষারপাড় একটি সরু ব্রীজ রয়েছে যা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন বলে সভাকে অবগত করেন। নয়াকান্দি গাইড ওয়াল করার জন্য অনুরোধ করেন।	ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড এ সিএনজি স্ট্যান্ড ও যাত্রী ছাউনী নির্মান কাজে কেউ বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভবেরচর ইউপি চেয়ারম্যান কে বলা হয়।	চেয়ারম্যান ভবেরচর ইউপি
	(ঢ) জনাব মনিরুল হক মিঠু, চেয়ারম্যান হোসেন্দী ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন যে, মাননীয় সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ০২ টি মসজিদ এ বরাদ্দ পাওয়ায় ও কাবিখা বরাদ্দ দেওয়ায় এবং টিউবওয়েল বরাদ্দ দেওয়ায় ধন্যবাদ জানান। অনেক কোম্পানি পরিবারের বোনের সম্পত্তি ক্রয় করে নিয়ে গ্রামগুলো কে দখল করে নিচ্ছে। এছাড়া কিছু মানুষের কৃষি জমি ভরাট হওয়ার পথে যা কাম্য নয় বলেও তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন আমি পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে এবং মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে নদী ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শনকালে দেখেছি যে, থ্রী এঙ্গেল কোম্পানী যেভাবে ফুলদী নদীর উৎসমুখ ভরাট করিতেছে তাতে মনে হয় অচিরেই ফুলদী নদী পারাপারের জন্য ব্রীজের প্রয়োজন হবে না, এমনিতেই ভরাটের মাধ্যমে রাস্তা হয়ে যাবে।	-	-
	(ণ) জনাবা খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সভায় বলেন যে, প্রথমে তিনি মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের কাছে জানতে চান যে, নারী উন্নয়ন ফোরাম কি উপজেলা পরিষদের সংগঠন নাকি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক দলের সংগঠন। নারীদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ যদি না হয় তাহলে জনপ্রতিনিধি হয়ে এসে কি লাভ। উপজেলা পরিষদের পুকুর ০২ টি ইজারা দেওয়ার জন্য তিনি সভাকে অনুরোধ করেন। তাছাড়া উপজেলা পরিষদের পুকুরের মাছ প্রায় ০২ লক্ষ টাকা	-	-

	বিক্রি করা হয়েছে বলে নানা লোক নানা কথা বলে বেড়াচ্ছে। বিক্রিত টাকা কোন ফান্ডে জমা রাখা হয়েছে তাও সভায় জানতে চাইলে এ প্রসঙ্গে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন যে, বিগত ০২ বছরের মধ্যে উপজেলা পরিষদের পুকুরের কোন মাছ বিক্রি করা হয়নি। এ বিষয়ে যদি কোন প্রমান থাকে তাহলে ব্যবস্থা নিবেন। এছাড়া যারা এ ব্যাপারে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে তাদের কে ও তদন্ত পূর্বক চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। এছাড়া নারী উন্নয়ন ফোরাম বিষয়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নব নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় নারী উন্নয়ন ফোরাম এর কার্য-নির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুনভাবে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্য-নির্বাহী কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে প্রদান করা হয়। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বলেন যে, উক্ত দায়িত্ব মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার। তিনি কোনরূপ সভা/এডহক কমিটি গঠন না করে নির্বাচন/সিলেকশন প্রক্রিয়া সম্পাদন না করে ১১ জনের জাতীয় পরিচয়পত্র উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা প্রদান করেন এবং সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর নিকট হতে যাবতীয় কাগজপত্র সহ ব্যাংক হিসাব হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন এটা আপনার কাজ আপনাকে করতে হবে। ফলে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নারী উন্নয়ন ফোরামের সংবিধান সংগ্রহ পূর্বক এর ফটোকপি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করেন। এ বিষয়ে বারংবার উপজেলা মহিলা বিষয়ক ও উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তথাপি এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি না হওয়া দুঃখজনক বলে তিনি সভাকে জানান। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ বলেন যে, নারী উন্নয়ন ফোরামটি অগ্রাধিকার প্রকল্পের ৩% উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র আকারে বলা হয়েছে। এটা অবশ্যই দলীয় ফোরাম না। সরকারের উন্নয়ন ফোরামকে রাজনৈতিক ফোরাম বলা সমুচীন নয়। সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসংস্থানের মধ্যে নারী কল্যান একটি উন্নয়নমূখী কর্মসূচী। এ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা কারো কাম্য নয়। বাধা হয়ে দাড়ানো বা বিলম্বিত করা পরিহার করা উচিত। নারী উন্নয়ন ফোরামের ব্যাপারে বহুবার আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়টা একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি কে যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যার সঠিক সমাধানের জন্য মাননীয় সংসদ কে অনুরোধ করেন।		
	(ত) জনাব হাসান সাদী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ সভায় বলেন যে, থ্রী-এ্যাঙ্গেল এর	-	-

	বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর তাৎক্ষনিকভাবে বালু ভরাট বন্ধ করেন এবং পরবর্তীতে উচ্ছেদ অভিযানও পরিচালনা করেন। তাছাড়া এ বিষয়ের আলোকে তাদের কে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে বলে সভাকে জানান।		
	(থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ সভায় বলেন যে, মাননীয় সংসদ সদস্য তার সকল বরাদ্দ গজারিয়া উপজেলাবাসীকে দেওয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। বিগত সময় কোন মন্ত্রী নদী ভাংগন এলাকা তাৎক্ষনিক পরিদর্শনে গজারিয়াতে আসেনি। মাননীয় সংসদ সদস্য পানি সম্পদ মন্ত্রীকে নিয়ে এসে নদী ভাঙ্গন এলাকা পর্যবেক্ষন করান এবং এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান।		
	(দ) অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস, মাননীয় সংসদ সদস্য, মুন্সীগঞ্জ-০৩ সভায় বলেন যে, বিশ্ব মানব আজ একটা মহামারিতে আক্রান্ত। এরই মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ বিদায় নিয়েছে। তার মধ্যে কিছু উৎকোট ঝামেলা হচ্ছে যা মোটেও কাম্য নয়। দিনাজপুর জেলার ঘোড়ারঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান। এছাড়া কক্সবাজারেও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অফিসার ইনচার্জদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব পালন করা উচিত। টেংগারচর এ বিষয়টা খুবই দুঃখজনক। সন্ত্রাসী কোন পরিচয় তার রাজনীতিতে থাকতে পারে না। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলেন। গুটি কয়েক সন্ত্রাসীর কারনে গজারিয়ার মানুষ কেন অশান্তিতে থাকবে। ব্যক্তির অপরাধের দায় দল নিবে না। গ্রী এ্যাঙ্গেল এর অভিযোগের বিষয়ে চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের অনেক কথার সাথে সহমত পোষন করেন কিন্তু আত্মহুতির বিষয়ে দ্বিমত পোষন করিয়া উহা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেন। গজারিয়া উপজেলায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এলাকার নদী, খাল, নিম্নভূমি, জলাভূমি, তিন ফসলী জমি যেভাবে ভরাট করে ফেলছে গজারিয়াবাসী অচিরেই বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। আমরা জনপ্রতিনিধিরা প্রতিকার করতে পারছি না। আমাদের লজ্জা হয়। রাজনীতিতে দুর্বিত্যায় পছন্দ করিনা, প্রতিকার করতে সফল না হলেও অবশ্যই ঘৃণা করব। দাবি আদায়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। নদীতে বাসকারী জন্তুগুলো মড়ে ভেসে উঠসে। পত্রিকা/মিডিয়া গুলি পর্যন্ত নিউজ করতে চায় না। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা কে অত্র উপজেলায় যোগদান করায় তাকে স্বাগত জানান। করোনায় হাসপাতাল যথেষ্ট অবদান রেখেছে। ড্রেন ও ওয়াল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।		

	উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তাকে সততার ন্যায় কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন। বীজ প্রদানে যারা প্রাপ্য তারা যাতে পায় সে বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে বলেন। মৎস্য খাতে আরো যত্নবান হলে বিশ্বে প্রথম হতে পারবো বলে তিনি বিশ্বাস করেন। ছোপ এর বিষয়ে আইন সবার জন্য সমান রাখতে হবে। তবে তিনি ছোপ বন্ধ রাখার পক্ষে বলে সভাকে জানান। যে কাজ করলে জনগন তার দলকে পছন্দ করবে সে কাজই করার চেষ্টা করবেন। অন্যায় কে প্রশয় দিবে না। ব্রীজ এর কাজ করার পর এপ্রোচ এর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বলা হয়। যে কোন বিভাগের প্রনোদনা কিংবা বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়টি তাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। নারী উন্নয়ন ফোরাম শেখ হাসিনার একটি অগ্রাধিকার ফোরাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারী উন্নয়ন ফোরাম কে কার্যকর করতে তিনি অনুরোধ করেন।		
০৩	আলোচ্যসূচি-০৩ ঃ উপজেলা পরিষদের পুকুর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনা ঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এ বিষয়ে বলেন যে, উপজেলা পরিষদের রাজস্ব আয়ের সোর্স ০২ টি পুকুর। আগামী সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিবে বলে সভাকে আবগত করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ সভায় জানান যে, ইজারা দেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছিল। ইজারা দেওয়ার পরেও আয় হয়। ২০-২২ হাজার টাকা আয় করে তা ব্যয় করা হয়েছে। ফলে উপজেলা পরিষদের কোন লাভ হয়নি। এছাড়া পুকুরের মাছ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। স্বচ্ছতার প্রয়োজনে বিষয়টা তদন্ত করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের পুকুরের মাছ বিক্রির ০২ লক্ষ টাকার বিষয়ে তদন্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার
০৪	আলোচ্যসূচী-০৪ ঃ বিভিন্ন পত্রিকার বকেয়া বিল সংক্রান্ত আলোচনা ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাকে জানান যে, উপজেলা পরিষদের হাট-বাজার ও খেয়াঘাট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের বিধান রয়েছে। ইতোপূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিল পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকার বিজ্ঞাপন ম্যানেজার কর্তৃক বিল দাখিল করা হয়েছে। তিনি নিম্নে বর্নিত বিল সমূহ উপজেলা পরিশোধের রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধের জন্য অনুরোধ করেন। (ক) দৈনিক সভ্যতার আলো কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তির বিল বাবদ ৯,৯০১/- টাকা। (খ) দৈনিক মুন্সীগঞ্জের কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তির বিল বাবদ ১৭,২৫০/- টাকা। (গ) আমাদের সময় পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিজ্ঞপ্তির বিল বাবদ ১৮,৬৩০/- টাকা।	পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিল (ক-ফ) পর্যন্ত ৫,৩১,১৬২/- টাকা ব্যয় উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার

	(ঘ) দি ডেইলি অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তির বিল বাবদ ১৭,৪৮৪/- টাকা। (ঙ) দৈনিক সভ্যতার আলো কাগজে প্রকাশিত অস্থায়ী কোরবানির হাট ইজারার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ১৬,৬২০/- টাকা। (চ) দৈনিক মুন্সীগঞ্জের কাগজে প্রকাশিত অস্থায়ী কোরবানির হাট ইজারার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ২২,৪২৫/- টাকা। (ছ) দি নিউ নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক .কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ১৫,৩২৩/- টাকা। (জ) দি নিউ নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ১৮,৩৮৮/- টাকা। (ঝ) যায়যায়দিন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ১৬,৫৬০/- টাকা। (ঞ) দি ডেইলি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত বনজদ্রব্য বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ২৪,৮৪০/- টাকা। (ট) দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত বনজদ্রব্য বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ৪৬,৫৭৫/- টাকা। (ঠ) দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বনজদ্রব্য বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ৫,৪২২/- টাকা। (ড) দি ডেইলি অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশিত উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ১৪,৯৮৬/- টাকা। (ঢ) মানবকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ৪১,৪০০/- টাকা। (ণ) দি ডেইলি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ৪১,৪০০/- টাকা। (ত) দৈনিক সভ্যতার আলো কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ২৬,৪০৪/- টাকা। (থ) দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ৮২,৮০০/- টাকা। (দ) দৈনিক আমার বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ২৪,৮৪০/- টাকা। (ধ) আওয়ার টাইম পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ১৭,৩২৩/- টাকা। (ন) দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ২৮,৯৮০/- টাকা। (প) ঢাকা ট্রিবন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ১৪,৯৮৬/- টাকা।		

	(ফ) দৈনিক মুন্সীগঞ্জের কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিজ্ঞপ্তি বিল বাবদ ৮,৬২৫/- টাকা।		
০৫	আলোচ্যসূচী-৫ ঃ থ্রী-এ্যাঙ্গেল মেরিন লিমিটেডের বে-আইনি কার্যকলাপ প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় বলেন যে, থ্রী-এ্যাঙ্গেল এর বিভিন্ন অপকর্ম ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় এসেছে। ফুলদী নদীর মোহনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেঘনা নদী, ফুলদী নদী যেভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে এতে করে নদী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তিনি এর প্রতিকার চান। যাদের দ্বারা এ কাজ হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। ইউএনও ও এসিল্যান্ড এর কাছে থ্রী-এ্যাঙ্গেল এর অবৈধভাবে জনগনের জায়গায় বালু ভরাটের বিষয়ে অভিযোগ করলে এসিল্যান্ড বলছে জনগনের জায়গা দেখা তাদের দায়িত্ব না। অফিসার ইনচার্জ এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলে তিনি কোম্পানীর লোককে ডাকলে তারা থানায় আসেনি বলেও সভাকে জানান। থ্রী-এ্যাঙ্গেল প্রাকৃতিক জলাশয় আইন ২০০০, কৃষি জমি সুরক্ষা আইন ২০১৫, জাতীয় নদী রক্ষা আইন, পরিবেশ আইন ও ইমারত আইন ১৯৫২ ও বিধিমালা ২০১০, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জারীকৃত স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২২.১০.০২.২০২.২০১১-১৪৯ তারিখ ২৫/০৯/২০১১ অনুযায়ী স্থাপনা নির্মাণে- খাল, বিল, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা-২০০৪ না করে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করা এবং বিল্ডিং অনুসরন না করে সম্পূর্ন বে-আইনিভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি মহামান্য হাইকোর্টের রায় (রীট মামলা নং ১৩৯৮/২০১৬), নির্দেশ, আদেশ কিছুই মানা হচ্ছে না। থ্রী-এ্যাঙ্গেল প্রতিদিন ১৬-১৭ টি ড্রেজার দিয়ে বালু ভরাট কাজ চালাচ্ছে। এলাকাবাসী এর প্রতিবাদ করায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার ও চেষ্টা করছে বলে সভাকে জানান। শত শত বিঘা তিন ফসলী কৃষি জমি বালু দ্বারা ভরাট করছে, নদী খাল-বিলও ভরাট করে ফেলছে। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী যারা এ কাজে জড়িত থাকবে তারা কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে না। এমনকি তারা কোন প্রকার নির্বাচন ও করতে পারবে না বলে জানান। পূর্বের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় থ্রী-এ্যাঙ্গেল তাদের কে নোটিশ করে ডেকে এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে কিছু অসাধু লোক অস্ত্র দিয়ে পাহাড়ার ব্যবস্থা করে বালু ভরাট এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নয়ানগর, বালুরচর এর মানুষের আহাজারী কেন শোনে? এ বিষয়ে সঠিক সমাধানের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যকে অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, টেংগারচর ইউনিয়নের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যারা জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নিরীহ	জনগনের সম্পদ রক্ষা করা প্রশাসনের দায়িত্ব। এ বিষয়ে কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। তাছাড়া মাননীয় সংসদ সদস্য বলেন যে, ২-১ দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা চেয়ারম্যান এর সাথে বসে এ বিষয়ে সঠিক সমাধান করার জন্য তাকে অনুরোধ করেন।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার

	লোক যাতে হয়রানির শিকার না হয় তা দেখতে হবে।		
০৬	আলোচ্যসূচী-০৬ ঃ জাতীয় নদী কমিশনের পত্র ও ইমারত নির্মাণ আইন বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় বলেন যে, জাতীয় নদী কমিশনের চেয়ারম্যানের পত্রের আলোকে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনায় সেমিনার, র‍্যালির মাধ্যমে জনসচেতনতার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানান।	সেমিনার, র‍্যালি ইত্যাদি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান
০৭	বিবিধ ঃ (ক) উপজেলা প্রকৌশলী সভায় বলেন যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন তহবিলে সড়ক দূর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে ৫২ মিঃ ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে গাইড ওয়ালসহ এপ্রোচ স্লোপ ডিজাইন মেরামত এবং সংস্কার করণ বাবদ ৬,০০,০০০/- একটি প্রকল্প নেওয়া আছে। উক্ত প্রকল্পের টাকা হতে ২,০০,০০০/- টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বাকী অব্যয়িত ৪,০০,০০০/- টাকা হতে (১) ১,৫০,০০০/- টাকা ব্যয়ে চরবলাকী গ্রামের জয়নাল হাজীর বাড়ি পাশ থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত কাচা রাস্তাটি মেরামত করার জন্য উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল হতে খরচ করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব করেন। (২) ১,৫০,০০০/- টাকা ব্যয়ে কাজীপুরা মসজিদে অজুখানা নির্মাণ করার জন্য উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল হতে খরচ করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব পেশ করেন। এবং (৩) ১,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনের জন্য সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব পেশ করেন। (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভায় বলেন যে, উপজেলা পরিষদের অকেজো হওয়া লাইট পরিবর্তন করে নতুন লাইট স্থাপন ও ইলেকট্রিক লাইন মেরামত বাবদ ১৫,০০০/- টাকা বিল দাখিল করা হয়েছে। ইহা সভায় অনুমোদন পেলে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যেতে পারে। এছাড়া উপজেলা পরিষদে বিভিন্ন অফিস সরঞ্জামাদি (ক্রোকারিজ) ক্রয় ও বেসিন ক্রয় বাবদ ১,০০,০০০/- টাকার বিল দাখিল করা হবে। ইহা সভায় অনুমোদন পেলে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যেতে পারে। (গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভায় বলেন যে, উপজেলা পরিষদের দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে সুইপার হিসেবে রঞ্জন বাসফর অনেক দিন যাবৎ নিয়োজিত আছে। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ লক্ষৎ করা যাচ্ছে যে, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না বলে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণ এবং অফিসের কর্মচারীদের কর্তৃক অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে তাকে উপজেলা পরিষদের সুইপার পদ থেকে অব্যহতি দিয়ে দৈনিক ভিত্তিতে নতুন একজন সুইপার নিয়োগ করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব করেন।	উপজেলা প্রকৌশলীর প্রস্তাবকৃত ০৩ টি প্রকল্প সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো। উপজেলা পরিষদের অকেজো হওয়া লাইট পরিবর্তন করে নতুন লাইট স্থাপন ও ইলেকট্রিক লাইন মেরামত বাবদ ১৫,০০০/- টাকা এবং উপজেলা পরিষদে বিভিন্ন অফিস সরঞ্জামাদি (ক্রোকারিজ) ক্রয় ও বেসিন ক্রয় বাবদ ১,০০,০০০/- টাকার বিল উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রস্তাবে সভায় একমত পোষন করে নতুন আরেকজন সুইপার দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকৌশলী

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(আমিরুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান:
উপজেলা পরিষদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

স্মারক নং- উঃজেঃপঃচেঃগজাঃ/২০- ৬০

তারিখ ঃ ২০/০৯/২০২০ খ্রি.।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৫। উপজেলা ....(সকল) কর্মকর্তা, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৬। চেয়ারম্যান, ...(সকল) ইউপি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৭। অফিস কপি।

(হাসান সাদী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।